দৈনিক সংবাদ

APR. 05 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... 9 কলাম ... 6

শব্দ-অনুসন্ধান

বাংলা ভাষায় যেসব সন্ধি গঠিত, সমাসনিষ্পন্ন, প্রত্যয়ান্ত ও উপসর্গ গঠিত তৎসম/সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, ওই শব্দনিচয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী (যা উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণে উদ্ধৃত) কঠোরভাবে অনুসৃত হয়। গত ২৩-৩-০২ ইং বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে টিভিতে (D.D.1. Channel) ব্যাকরণ বিভ্রাট অনুষ্ঠানে বানান সঙ্কট কার্যক্রমে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, প. ব. মাধ্যমিক পর্ষদ-এর সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই মনোজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বানান সংস্কার ' মিনিটে আলোচনা করা হয়। ঐ সময় সভায় উপস্থিত পবিত্র সরকারের মুখে 'প্রতিষ্ঠানিক' শব্দটি উচ্চারিত হতে শোনা যায় (হয়ত আমার শ্রুতিভ্রম হতে পারে), আমার মতে এটা ভুল উচ্চারণ, শুদ্ধ উচ্চারণ (বানান) হওয়া উচিত প্রাতিষ্ঠানিক (প্রতিষ্ঠান+ষ্ণিক)। বস্তুত এরূপ (বানানবিষয়ক) আলোচনা বহুদিন যাবৎ 'দৈনিক সংবাদ'-এ (ইতোপূর্বে) হয়ে আসছে। একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেন—পরিসেবা ও পরিষেবা এর কোনটি শুদ্ধ। উত্তরে শিক্ষা পর্ষদের হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় 'সেবা' শব্দটির প্রাধান্য বজায় রেখে 'পরিসেবা' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আমি কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি—ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করে। শুধু Emotionally একটা ভুল বানান সমর্থন করা বিধেয় না। কারণ ষ-ত্ব বিধানানুসারে পরি, নি, বি পূর্বক সের সির, সহ্ ধাতুর দন্ত্য-স, মূর্ধণ্য-ষ হয় (ব্যা. কৌ.)। অতএব পরিসেবা ভুল; 'পরিষেবা'ই শুদ্ধ বানান হিসেবে গ্রহণ করা উচিত; অন্যথায় শব্দের রাজ্যে Equilibrium বা শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুরূহ। অন্য এক জায়গায় বলা হয়—বাণপ্রস্থ ভুল বানান; শুদ্ধ বানান বানপ্রস্থ, কারণ বনপ্রস্থ+ষ্ণ=বানপ্রস্থ (আদিস্বরের বৃদ্ধি) এটা ব্যাকরণসম্মত। (এখানে 'বন' থেকে উৎপন্ন শব্দ, বাণ থেকে নয়)। এখানে ইন্-ভাগান্ত শব্দ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়; (যা আমাদের দৈনিক 'সংবাদ'-এ বহুল আলোচিত)। গুণিন্, জ্ঞানিন্ ধনিন, বিদ্যার্থিন্। শশিন্ প্রভৃতি শব্দের ১মার ১ বচনে গুণী, জ্ঞানী, ধনী, বিদ্যার্থী, শশী হয়। অন্য শব্দের সঙ্গে (গণ, বৃন্দ, কান্ত, সমূহ) সমাস হলে অথবা অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হলে, ন্-এর বিলুপ্তি ঘটে। যেমন শশিন্+ভূষণ=শশি ভূষণ (শশ্+ইন=শশিন্) শশিন্ শব্দের ১মার ১ বচনে শশী; মূল শব্দ শশিন্ হওয়ায়। অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস হলে, শেষের ন্ এর লোপ হয়। যেমন শশী (চন্দ্র) ভূষণ যার শশিভূষণ (শশি (+ন্)+ভূষণ) এরূপ গুণীর বৃন্দ=গুণিবৃন্দ; ধনীর গণ=ধনিগণ, বিদ্যার্থীর গণ=বিদ্যার্থিগণ (৬ষ্ঠী তৎ); অনুরূপ শশিকান্ত, সুধীগণ, সুধীরবৃন্দ=সুধীবৃন্দ। এখানে ঈ-কারান্ত সুধী শব্দের ১মার ১ বচনের রূপ সুধী ঃ; সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তির (ঃ=সু)। লোপ হয়। প্রার্থী=(প্র-অর্থ-ইন্)=প্রার্থিন। এখানে 'গণ' বৃন্দ, সমূহ যুক্ত হলে, প্রার্থিগণ ইত্যাদি হবে (প্রার্থীর গণপ্রার্থিগণ ৬ষ্ঠী তৎ)। অনুরূপ প্রার্থিসমূহ। আলোচনাকালে, অন্য এক নিয়মে বলা হয় (স্বর এর ক্ষেত্রে) হ্রস্ব-দীর্ঘ-হ্রস্ব হবে। যেমন সমূহ, মুহূর্ত; কিন্তু আমার মতে এ নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, যেমন মনীষী ইত্যাদি। এখানে হ্রস্ব দীর্ঘ—দীর্ঘ হয়েছে। ব্যথা শব্দের বানানে আ-কার ব্যবহার করে, বোঝা না বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। ভগ্নী অশুদ্ধ শব্দ; শুদ্ধশব্দ ভগিনী; অতএব ভগ্নীপতি অশুদ্ধ; শুদ্ধ শব্দ—ভগিনীপতি; কিন্তু এক্ষেত্রে ভগিনীর গুরুত্ব (Dimension) বৃদ্ধি ও পতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়; তাই ভগ্নিপতি শব্দটাকে পাঙ্‌ক্তেয় করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও সহজ বা বিবৃত ও সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে ওই অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। (যা সংবাদ-এ ইতোপূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে); যেমন হসন্ত Monosyllable শব্দের উচ্চারণ—জল, ফল, টক, দম ইত্যাদি। এখানে শেষ বর্ণে হস্ চিহ্ন না থাকলেও উচ্চারণে স্বর নেই। শব্দের প্রথমে নঞ্ অর্থক 'অ' থাকলে উচ্চারণ সহজ বা বিবৃত; যেমন অযত্ন, অচল, অনশন ইত্যাদি। সহিত বা সম্পূর্ণ অর্থ বুঝাতে শব্দের প্রথমে 'স' এর ভিতরের 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত; যেমন সঞ্জয়, সরব, সচল, ইত্যাদি। শব্দের প্রথম স্বর 'অ', দ্বিতীয় স্বর 'অ' বা 'আ' হলে, ১ম 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত বা সহজ হয়; যেমন কলস, বয়স, জনক, ধরা, ভরা ইত্যাদি। ধন্যাত্মক শব্দের আদি 'অ' বিবৃত; যেমন ঝম্-ঝম্, গম্-গম্, গর-গর ইত্যাদি, ই-কার ও উ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে, পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো (সংবৃত) হয়; যেমন মধু, অতীন্দ্র, অতি অসুর ইত্যাদি। 'য'-ফলাযুক্ত বর্ণ পরে থাকলে, পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ সংবৃত হয়; যেমন অন্য, সত্য, গণ্য, কল্য (কোল্য) ইত্যাদি। ক্ষ বা জ্ঞ পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'অ'-কার ও-কারের মতো (সংবৃত) উচ্চারিত হয়; যেমন, যজ্ঞ, লক্ষ ইত্যাদি। ঋ-কারযুক্ত বর্ণ পরে থাকলে; পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ সংবৃত হয় (ও-এর মত); যেমন কর্তৃক, বক্তৃতা ইত্যাদি। Monosyllable শব্দের অন্ত্য-ন বা ণ এর পূর্ববর্তী 'অ' কারের উচ্চারণ সংবৃত (ও-এর মতো হয়) হয়। যেমন মন মণ ইত্যাদি। এছাড়া অন্য এক নিয়মে বলা হয়—সাধুরূপ যাইব, খাইব, পড়িব শব্দের মধ্য ভাগের স্বরবর্ণ লোপ করলে যথাক্রমে যাব, খাব, পড়ব (বো) এই চলিত রূপ পাওয়া যায়। আমার মতে এটা ভাল নিয়ম। শেষ অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়; কিন্তু ও-কার দেয়ার প্রয়োজন নেই। সেরূপ যাইত, খাইত, দেখিত স্থলে যাত, খাত, দেখত (তো) চলিত রূপ পাওয়া যায়। এখানেও অন্ত্যস্বর সংবৃত। এরূপ আরও অনেক আলোচনা হয়, যা উল্লেখ করতে গেলে পত্রের কলেবর অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলা বানান বা শব্দ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ যা চিন্তা করছেন, বাংলাদেশের মানুষ অনেক পূর্বেই তা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। আর বেশি কি সংবাদসহ সকলকে ধন্যবাদ।

প্রবোধ চন্দ্র সাহা
সিনিয়র শিক্ষক (অব.)
সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন,
যশোর।